দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৯

জাতিসংঘের সংস্কার

মঙ্গলবার জাতিসংঘের পঞ্চাশ বছর পূর্তি স্মারক অধিবেশন শেষে যে বিশেষ ঘোষণা দেয়া হয়েছে তাতে পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় আগামী শতাব্দীর জন্য জাতিসংঘকে আরও শক্তিশালী, সচল ও সক্রিয় করার এবং আন্তর্জাতিক আইনগুলোর প্রতি সম্মান দেখ্যানোর জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে অধিবেশনে যোগদানকারী অনেক রাষ্ট্রপ্রধানই জাতিসংঘের সংস্কার ও সম্প্রসারণের ওপর জোর দিয়েছেন। তাদের মতে বিশ্বসংস্থাকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল করা প্রয়োজন।

জাতিসংঘের পঞ্চাশ বছর পূর্তি এবং পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ স্মারক অধিবেশন— দু'টোই ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত লীগ অব নেশনস-এর মত জাতিসংঘেরও অকাল মৃত্যু ঘটবে বলে যে আশংকা করা হয়েছিল, বিশ্ববাসীর সৌভাগ্য এই যে তা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্য জাতিসংঘের অস্তিত্ব বিপন্নও হয়েছে। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তা টিকে আছে এবং গত পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও তা মানবজাতির কল্যাণে অবদান রেখেছে।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তি রক্ষা। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্নায়ুযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বিশ্বে এটাই ছিল জাতিসংঘের সামনে বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। জাতিসংঘের গত পঞ্চাশ বছরের অস্তিত্বকালে নতুন করে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনের আংশকা বারবার দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত সেই বিপদ থেকে মানবজাতি রক্ষা পেয়েছে। এটাকে নিঃসন্দেহে জাসিংঘের সাফল্য বলে আখ্যায়িত করতে হবে। কিন্তু আঞ্চলিক বিরোধ মীমাংসায় জাতিসংঘ উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি। প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর, ফকল্যান্ড, সোমালিয়া, বসনিয়া, চেচনিয়ার ঘটনাবলী তারই প্রমাণ। ক্ষুদ্র জাতিগুলোর উপর বৃহৎ জাতির আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধেও জাতিসংঘ বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারেনি। তা সত্ত্বেও জাতিসংঘই মানবজাতির শেষ ভরসাস্থল। অন্ততপক্ষে সেখানে অসহায় জাতিগুলো তাদের প্রতিবাদ জানাতে পারে। জাতিসংঘের মাধ্যমে তাদের আর্তনাদ বিশ্ববাসীর গোচরে আনতে পারে। সুতরাং জাতিসংঘকে ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতা রক্ষার স্বার্থেই টিকিয়ে রাখতে হবে। কেবল তাই নয়, ভবিষ্যতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বসভা যাতে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে জাতিসংঘকে তার যোগ্য করে তুলতে হবে। এ কারণেই জাতিসংঘের স্মারক অধিবেশনের ঘোষণায় পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় আগামী শতাব্দীর জন্য জাতিসংঘকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরও শক্তিশালী, সচল ও সক্রিয় করে তোলার আহবান জানানো হয়েছে। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য, মানবতার অস্তিত্বের জন্যই এটা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে কোন কোন বৃহৎ শক্তির অনীহার ফলে জাতিসংঘ চরম আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছে। এই সমস্যাটির অচিরেই সমাধান অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

জাতিসংঘকে শক্তিশালী ও সচল করে তোলার এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে তার কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। জাতিসংঘ যখন গঠিত হয়েছিল তখন তাতে তখনকার বৃহৎ শক্তির প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র। ফলে বিশ্বসভায় প্রধানত তাদেরই ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটত। জাতিসংঘের অতীত ব্যর্থতার এটাই ছিল প্রধান কারণ। এখন অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তখন জাতিসংঘের সদস্য দেশ ছিল মাত্র ৫১টি— এখন তা পরিণত হয়েছে ১৮৪টিতে। তখন ছিল স্নায়ুযুদ্ধের যুগ— এখন সেই যুগের অবসান হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও খোলাবাজার নীতি গ্রহণের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের কাঠামোগত সংস্কার সাধন করে বিশ্বসংস্থাকে আরও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন— প্রয়োজন আরও প্রতিনিধিত্বশীল করে তোলার। এটাই সময়ের দাবী— জাতিসংঘকে আরও সক্রিয় করে তুলতে হলে এই পদক্ষেপই গ্রহণ করতে হবে।

জাতিসংঘে এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত সীমিত। স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে একমাত্র চীনই এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে। অন্যদিকে পুরো আফ্রিকা মহাদেশের কোনই স্থায়ী প্রতিনিধি স্বস্তি পরিষদে নেই। ল্যাটিন আমেরিকাও সেখানে অনুপস্থিত। জাতিসংঘকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে হলে ঐসব এলাকার প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য।

এ কারণেই এখন জাতিসংঘের সংস্কারের দাবী উঠেছে। আমরা এই দাবীর সঙ্গে মতৈক্য পোষণ করি। আমাদের বিশ্বাস, আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে জাতিসংঘকে অবশ্যই আরও গতিশীল হতে হবে এবং সে জন্য বিশ্বসভাকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল করতে হবে।